যুগান্তর

04 NOV 2013

২০ ৫

[redacted] বেফাকের সংবাদ সম্মেলন [redacted]

কওমি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ করুন : না হয় কঠোর আন্দোলন

হাটহাজারী প্রতিনিধি

দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোয় সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন ১৩' পাস করা থেকে বিরত থাকার দাবিতে বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক) রোববার দুপুর ১২টায় হাটহাজারী ডাকবাংলো চত্বরসংলগ্ন এবি কমিউনিটি সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) বেফাকের চেয়ারম্যান, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার পরিচালক ও হেফাজতে ইসলামের আমীর আল্লামা শাহ আহমদ শফীর আহ্বানে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে আল্লামা শাহ আহমদ শফীর পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বেফাকের মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বার। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, কওমি মাদ্রাসা বিগত কয়েক

আন্দোলন : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২

আন্দোলন : না হয় কঠোর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শতাব্দী ধরে কোরআন ও হাদিসের বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা, মুসলমানদের সন্তানদের উন্নত চরিত্র গঠন, আদর্শ, নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন খোদাভীরু আলোকিত প্রজন্ম তৈরির খেদমত করে যাচ্ছে। যুগ যুগ ধরে লাখ লাখ মুসলিম পরিবারের সন্তান-সন্ততি কওমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে মানুষের মধ্যে কোরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার মিশনে নিয়োজিত। সেসব কোরআন-হাদিসের বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রগুলোকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইনের নামে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে নেমেছে। এ আইনের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কওমি মাদ্রাসাগুলোয় বিদ্যমান ইসলামী শিক্ষার স্বকীয়তা ধ্বংস, সমাজকে ধর্মহীন ও নৈতিকতাশূন্য করা এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের স্বতঃস্ফূর্ত সার্বিক সহযোগিতায় পরিচালিত কওমি মাদ্রাসাগুলোকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। সরকার এ আইনের সুবাদে নিজেদের মনোনীত কিছু লোক চাপিয়ে দিয়ে বস্তুত কওমি মাদ্রাসাগুলোর ওপর যথেচ্ছ খবরদারি করতে চায়। সনদের তথাকথিত স্বীকৃতির নামে আল্লামা আহমদ শফীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ দেশের সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরামের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিরও গভীর চক্রান্ত করে যাচ্ছে। আমরা মনে করি, আলেম-ওলামাকে ঈমান-আকিদার প্রশ্নে যে কোনো আন্দোলন থেকে বিরত রেখে আত্মরক্ষামূলক ভূমিকায় ঠেলে দেয়ার জন্য এটি সরকারের আরেকটি নতুন চাল। দেশের কওমি ধারার মাদ্রাসাগুলোর একমাত্র জাতীয় বোর্ড বেফাকের চেয়ারম্যান আল্লামা শাহ আহমদ শফীসহ সব নেতা, শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম ও বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রিন্সিপালরা সরকারের এই হঠকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ রয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন, সরকারের ঘাড়ে চেপে বসা ইসলামবিদ্বেষী একটি চক্রের প্ররোচনায় নানা ছুতোয় কওমি মাদ্রাসাগুলো কব্জা করার অশুভ পথে পা বাড়াতে উদ্যত হয়েছে। কেননা একদিকে তারা কওমি মাদ্রাসার দরদি সেজে নিজেদের মতো করে কওমি সনদের স্বীকৃতির প্রলোভন দেখাচ্ছে। অন্যদিকে দেশের সব কওমি মাদ্রাসা, আলেম সমাজ ও ধর্মপ্রাণ মানুষের অবিসংবাদিত আধ্যাত্মিক নেতা শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফীর বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে যাচ্ছে। আমরা সরকারকে আবারও সতর্ক করতে চাই; কওমি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আইনের নামে হাজার হাজার কওমি মাদ্রাসার ওপর ছড়ি ঘোরানোর পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকুন এবং আল্লামা শাহ আহমদ শফীসহ এদেশের ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে কটূক্তি ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য বন্ধ করুন। অন্যথায় সারা দেশের আলেম সমাজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা সর্বস্তরের মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের এই অশুভ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। বেফাকের যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা মাহফুজুল হক রহমানিয়ার সঞ্চালনায় এ সময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বেফাক সহ-সভাপতি মাওলানা নূর হোসেন কাসেমী, মাওলানা হাফেজ শামসুল আলম মুহাদ্দিস হাটহাজারী, মাওলানা আবদুল হামিদ পীর সাহেব মধুপুর, মাওলানা আবদুল কুদ্দুস ফরিদাবাদ, মাওলানা হাফেজ তাজুল ইসলাম পীর সাহেব ফিরোজশাহ, মাওলানা জাফর উল্লাহ খান ঢাকা, মাওলানা সালাউদ্দিন পীর সাহেব নানুপুর, মাওলানা লোকমান হাকিম চট্টগ্রাম, মাওলানা যাকিরুল হক ইসলামাবাদী প্রমুখ।